১৩-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১০-১১-৮৩ মধুবন

মুখ্য ভাই-বোনেদের মিটিংয়ের সময় অব্যক্ত বাপদাদার উচ্চারিত মধুর অমূল্য মহাবাক্য

আজ, সর্বশক্তির সাগর বাবা তাঁর শক্তিসেনাকে দেখছেন । প্রত্যেকের ললাটভাগে ত্রিশূল অর্থাৎ ত্রিমূর্তি স্মৃতির লক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখা দিচ্ছে । শক্তির চিহ্নরূপে ত্রিশূল দেখানো হয় । তোমরা তাহলে ত্রিশূলধারী শক্তি সেনা, তাই তো ? বাপদাদা এবং তুমি । এই ত্রিমূর্তি সদা স্পষ্টরূপে থাকে নাকি কখনো মার্জ হয় আর কখনো ইমার্জ হয় ? বাপদাদার সাথে সাথে তোমাদের এটাও স্মরণে আসে, যে তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী আত্মা ? এই ত্রিমূর্তি স্মৃতি দ্বারা শক্তিদের সাথে শিব দৃশ্যমান হবেন । কোনো কোনো মন্দিরে বাপদাদার কম্বাইন্ড রূপের স্মরণিক শিবমূর্তির সাথে তারা সেই মূর্তিতে মানুষ আকারও দেখায় । এই কম্বাইন্ড স্মারক বাপদাদার । এর সাথে তারা শক্তিরও প্রতিকৃতি আঁকে । সুতরাং, এই ত্রিমূর্তি স্মৃতিস্বরূপ স্থিতি দ্বারা সহজেই তোমরা সাক্ষাৎকারমূর্ত হয়ে যাবে । এই সময়ে, সেবাধারীমূর্ত, ভাষণকর্তা মূর্ত, মাস্টার শিক্ষক হয়েছো । এখন সাক্ষাৎ মূর্ত হতে হবে । সহজ যোগী হয়েছো কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোগী হতে হবে । তপস্বী হয়েছো, কিন্তু মহাতপস্বী হতে হবে ।

আজকাল এটা তোমরা সেবা বলো, তপস্যা বলো, পড়া বলো, পুরুষার্থ বলো, পবিত্রতার সীমা বলো, কোন্ তরঙ্গে চলছে, জানো তোমরা ? সহজ যোগীর সবকিছু সহজ হয়ে যাওয়ার তরঙ্গের সাথে চলেছ । কিন্তু লাস্ট সময়ের অনুসারে বর্তমান মনুষ্য আত্মাদের বাণী নয় বরং শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন, শ্রেষ্ঠ বায়ুমণ্ডল দ্বারা যাতে তাদের সহজ সাক্ষাৎকার হয় তার আবশ্যকতা আছে । অনুভবও সাক্ষাৎকার সমান হয় । বলার জন্য তো অনেকে আছে কিন্তু যাদের বলো তারাও নিজেদের বিষয়ে বলতে কম নয় । কিন্তু সাক্ষাৎকার করানোর ক্ষেত্রে ? সেখানেই তারা অক্ষম । সেটা করানোতে সক্ষম নয় তারা। এই বিশেষত্ব, নতুনত্ব, সফলতা তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মধ্যে আছে । এই বিশেষত্ব স্টেজে প্রত্যক্ষ করাও । এই বিশেষত্বের আধারে সবাই বলবে, আমরা দেখেছি, আমরা প্রাপ্ত করেছি ! আমরা যে শুধু শুনেছি তাই নয়, কার্যতঃ বাবাকে ক্ষণিক দেখার অনুভবও করেছি । অনুভব যেন এমন না হয় যে অমুক ভগিনী বা অমুক ভাই বলেছিলো, বরং অনুভব হবে, যেন এক অলৌকিক শক্তি এনার মধ্যে থেকে বলছিলো । যেমন, আদিতে যখন ব্রহ্মার বিশেষ শক্তির সাক্ষাৎকার হয়েছিলো তিনি কি বলেছিলেন ? - কে ছিলো ! কি ছিলো ! একইভাবে, যারা তোমাদের কাছে শুনবে তাদের যেন অনুভব হয় যে এরা কারা ! তারা যেন শুধু পয়েন্ট না শোনে, বরং ভ্রুকুটির মাঝে পয়েন্ট অফ লাইট যেন তাদের দৃষ্টিগোচর হয় । এই নবীনত্ব সবার চোখ খুলে দেবে, স্বীকৃত হওয়ার । স্বীকৃতি দানের চোখ এখনো খোলেনি । এই সময়ে তারা তোমাদের অন্যদের সাথে একই লাইনে রাখছে । তারা বলে, তোমরা যা বলো সেই সেই একই বিষয় অন্যরাও বলে, তারা যেমন করে তোমরাও সেই একইরকম করো । যাই হোক, তাদের এখন এটা অনুভব করানো আবশ্যক যে, ইঁনিই তিনি যাঁকে তারা আহ্বান করেছে, যাঁর জন্য তারা অপেক্ষা করছে । এর বিধি হলো শুধু একটা শব্দ চেঞ্জ করা । সহজ যোগী হওয়ার তরঙ্গ চেঞ্জ করো । প্রবৃত্তিতে সহজ শব্দ ইউজ কোরোনা, বরং সর্বসিদ্ধির প্রতিমূর্তি হতে সহজ শব্দ ইউজ করো । শ্রেষ্ঠ যোগী হওয়ার তরঙ্গ, মহাতপস্বীমূর্ত হওয়া, সাক্ষাৎমূর্ত হওয়া এবং অলৌকিকতার তরঙ্গ এখনের জন্য প্রয়োজন । এখন এই রেস করো । কতজনকে এই সন্দেশ (খবর) দিয়েছ ? এই কাজ তো যারা সবেমাত্র সাতদিনের কোর্স করেছে তাদের ! তারাও এই সন্দেশ দিতে

পারে । যেমনই হোক, কতজনকে অনুভব করাতে পারো তা' দেখতে এখন রেস করো । অনুভব করানো এবং অন্যকে অনুভাবী বানানোর তরঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে । বুঝেছ তোমরা ?

এখন, ৮৪ সাল আসছে । ৮৪ ঘন্টার শক্তি প্রসিদ্ধ, সকল দেবীর মহিমা হয় । ৮৪ তে ঘন্টা তো বাজবে, তাই না ! সেই কারণেই তো ঘন্টার এই মহিমা । আদি-সমান সাক্ষাৎকারের তরঙ্গ এখন ছড়িয়ে দাও । সাড়া জাগাও । তোমরা বাবাসম হলে নিজে থেকেই তাদের সাক্ষাৎকার লাভ হবে । বর্তমানে তারা অল্প অল্প অনুভব করছে, কিন্তু এই তরঙ্গ এখন চারিদিকে ছড়িয়ে দাও । মেলারও তরঙ্গ যেমন তোমরা ছড়িয়ে দাও । তোমরা অনেক মেলা করেছ, সমারোহও অনেক করেছ । এখন মিলন সমারোহ উদযাপন করো । তোমরা নতুন সালের নতুন প্ল্যান বানাতে এখানে এসেছো । সর্বপ্রথম প্ল্যান, সমস্ত রকম দুর্বলতা থেকে নিজেকে প্লেন (সহজবোধ্য) বানাও, তবেই তো সাক্ষাৎকার হবে । এই প্ল্যান যদি মিটিংয়ে প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যায়, তবে সার্ভিস তোমাদের চরণে ঝুঁকবে । বাপদাদার এই আশা এখন তোমাদের পূরণ করতে হবে । আশা এখনো পূর্ণ হয়নি । মিটিং তো হয়েই যায়, আর বাপদাদার কাছে সবার চার্ট আছে, তাই। না ! তোমাদের প্রতি শুধু রিগার্ড রাখতে বাপদাদা কোনো কিছু বলেননা । আচ্ছা - আজ বাপদাদা তোমাদের সাথে মিলনের জন্য এসেছেন, তোমাদের চার্ট দেখাতে আসেননি ।
(দাদীকে) তোমার সখী (দিদি) কোথায় ? গর্ভে ? নিমিত্ত গর্ভে আছে কিন্তু এখনও তিনি সেবা পরিক্রমায় আছেন । ঠিক যেমন সাকার স্বরূপে জগৎ অম্বার পরে তিনি ব্রহ্মাবাবার সাথী ছিলেন । একইভাবে এখনো অব্যক্ত ব্রহ্মার সাথে আছেন । সেবায় তিনি সাথীর পার্ট প্লে করছেন । কর্মেন্দ্রিয়ের বন্ধন নিমিত্তমাত্র আছে, কিন্তু সেবার বিশেষ বন্ধন আছে । যজ্ঞ স্থাপনার কাজকর্ম প্রথমে বিশেষভাবে জগৎ অম্বা দেখাশোনা করতেন । জগৎ অম্বার পরে বিশেষ নিমিত্তরূপে এই আত্মার (দিদি) দায়িত্ব ছিলো । যদিও আরো সাথী ছিলেন, কিন্তু বিশেষভাবে স্টেজে সাকার ব্রহ্মা বাবার সাথে তাঁর পার্ট ছিলো । এখনও, ব্রহ্মাবাবা এবং দিদির নিজেদের মধ্যে রুহরিহান, মনোরঞ্জন এবং সেবার ভিন্ন ভিন্ন পার্ট চলতে থাকে । নতুন সৃষ্টির স্থাপনাতেও ব্রহ্মার সাথে একসাথে বিশেষভাবে অনন্য অনেক আত্মাদেরও পার্ট জোরদার চলছে । ঠিক যেমন সাকার দিদির সংস্কার, সেবার প্ল্যানে রাখা হয়েছিল প্র্যাক্টিসে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য, একইভাবে, নতুন দুনিয়ার স্থাপনের কার্য হেতু নিমিত্ত হওয়া গ্রুপকে আরও তীব্রগতি হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে সেই একই সংস্কারের পার্ট তিনি এখনও প্লে করে চলেছেন । মনে করতে পারো তোমরা, দিদির উচ্চারিত বিশেষ বাণী ? তাঁর বিশেষ বাণী কি ছিলো, অন্যদের মধ্যে উদ্যম-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য ? তিনি সবসময় বলতেন, নতুন কিছু করো । এখন কি ঘটছে ? বারবার তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, তোমরা কি নতুনত্ব এনেছ ? এরকমভাবে ব্রহ্মাবাবার সাথে বারবার এই একই শব্দে রুহরিহান করতেন । তিনি অ্যাডভান্স পার্টির মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আসতেন । এখনো পর্যন্ত তোমরা কি কি করেছ ? এখন কি হচ্ছে ? সেই সংস্কার প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসছেন । তিনি কাউকে অনর্থক বসতে দিতেন না । এখনো অ্যাডভান্স পার্টিকে স্টেজে নিয়ে আসার জন্য তিনি বাণ প্রস্তুত করছেন । তাঁর কন্ট্রোলার-এর সংস্কার ছিলো, তাই না ! এখন তিনি অ্যাডভান্স পার্টির কন্ট্রোলার । সেবার সংস্কার এখনো ইমার্জরূপে আছে । বুঝেছ তোমরা দিদি এখন কোথায় আছেন ? এখন তিনি বিশ্ব পরিক্রমণ করছেন । বাবা তোমাদের বলে দেবেন, তিনি কখন তাঁর সীট নেবেন ! এখন তিনিও তোমাদের সহযোগ দেওয়ার জন্য অনেক বড় বড় প্ল্যান বানাচ্ছেন । এখন বেশি সময় লাগবে না । আচ্ছা ।

যারা সদা শ্রেষ্ঠ যোগী, সদা মহান তপস্যার প্রতিমূর্তি, যারা বাবাসম হয়ে বাবার সাক্ষাৎকার করিয়ে "আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি" , চতুর্দিকে এই প্রাপ্তির তরঙ্গ বইয়ে দেয়, এইরকম মহান তপস্যার প্রতিমূর্তি আত্মাদের, দেশ-বিদেশের স্নেহী বাচ্চাদের যারা সেবায় মগ্ন থাকে সেইসকল বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

মিটিং গ্রুপের সাথে বাপদাদার আলাপালোচনাঃ -
মিটিং আগেই হয়ে গেছে । মিটিং হয় বিশ্বকে বাবার কাছে নিয়ে আসার জন্য, শুধু বার্তা দেওয়ার জন্য নয় । কাছে নিয়ে আসার সঙ্গের রঙে তারা রঞ্জিত হয়, তাই না ! তারা যত বাবার কাছে আসে ততই সঙ্গের রঙ লাগতে থাকে । যেখানে কিছু শুনতে হবে সেখানে কিছু শুনতে হয় কিছু ভুলতে হয় কিন্তু যারা কাছে চলে আসে, তারা বাবার কাছাকাছি থাকায় রুহানী সঙ্গের রঙে অনুরাগরঞ্জিত হয়ে থাকে । সুতরাং, এখন কি সেবা করতে হবে ? কাছে নিয়ে আসার । তোমাদের আগেই বার্তা দেওয়া হয়েছে । তোমরা মেসেঞ্জার হয়ে মেসেজ দেওয়ার পার্ট প্লে করেছ । কিন্তু এখন তোমাদের কি হতে হবে ? তোমরা সব শক্তিকে সদা কোন্ রূপে স্মরণ করে ? তোমরা সবাই শক্তিসেনা, তাই না ? শক্তিকে সদাসর্বদা মাতারূপে স্মরণ করা, পালনা নেওয়ার সঙ্কল্পের সাথে স্মরণ করে । মেসেজ তো অনেক দেওয়া হয়েছে এবং মেসেজ দেওয়ার জন্য অন্য অনেকে তৈরি হয়ে গেছে, সুতরাং, যারা পালনা দেবে তাদের এখন প্রয়োজন । যারা বিশেষ নিমিত্ত তাদের কাজ এখন প্রতি সেকেন্ড বাবার পালনায় থাকা এবং সবাইকে বাবার পালনা দেওয়া । যারা ছোট বাচ্চা তারা পালনায় থাকার কারণে কতো খুশিতে থাকে । যা কিছুই হোক তারা পালনাতেই খুশিতে থাকে । এইভাবে তোমরা সবাই সকল আত্মাদের ঈশ্বরীয় পালনায় থাকার অনুভব করাও । তাদের যেন উপলব্ধি হয়, তারা ঈশ্বরীয় পালনায় থেকেই চলছে, তোমরা তাদের প্রভু পালনার দৃষ্টি দিচ্ছ । সুতরাং, এখন পালনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে । তাহলে তোমরা পালনা দাও নাকি শুধুই মেসেঞ্জার ? আজকাল তো এমন অনেকেই আছে যারা নিজেদের মেসেঞ্জার বলে । মেসেঞ্জার হওয়া খুব কমন ব্যাপার ! কিন্তু যারা এখন এসেছে তাদের এমন অনুভব হোক যে তারা ঈশ্বরীয় পালনায় এসে গেছে । একেই বলা যায় আত্মাদের সম্বন্ধে নিয়ে আসা ।

তোমরা সবাই তো অনন্য, অতি বিশেষ প্রিয়, তাই না ! অনন্য অর্থাৎ যা অন্য কেউ করতে পারেনা, কার্যতঃ সেটাই তারা করে দেখায় । যা সবাই করে তা' যদি তুমিও করো, তবে সেটা তো কোনো বড় ব্যাপার নয় । পালনা দেওয়ার অর্থ হলো তাদের শক্তিশালী বানানো, তাদের সঙ্কল্প এবং শক্তি ইমার্জ করা এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্যম জাগিয়ে তোলা । সব বিষয়ে তাদের শক্তিরূপ বানাতে হবে । এই রূপের পালনা এখন অধিক প্রয়োজন । তারা চলছে, কিন্তু এখন তাদের জন্য অতি জরুরী শক্তিশালী আত্মা হয়ে চলা । যাতে নতুন কেউ এখানে এলে তাদের ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভূতি অবশ্যই হয় । বাণীর দ্বারা শক্তির অনুভূতি তো হচ্ছে, কিন্তু এখানে যে ঈশ্বরীয় শক্তি আছে, তা' অনুভব করাও । যখন তোমরা স্টেজে যাও, তখন তোমাদের স্মরণে থাকে যে, তোমাদের ভাষণ দিতে হবে, কিন্তু এখন এটা আরও বেশী করে মনে রাখতে হবে যে, ভাষণ নিমিত্ত, ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভব করাতে হবে । তোমাদের বাণী দ্বারাও তাদেরকে ঈশ্বরীয় শক্তির অনুভূতি করাতে হবে । একেই বলা হয়ে থাকে ন্যারেপন অর্থাৎ পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া । যখন কেউ খুব ভালো স্পীচ দেয়, তোমরা সেই ব্যক্তিকে স্পীকাররূপে দেখ । এখন তোমাদেরকে ঈশ্বরীয় অলৌকিক আত্মারূপে তাদেরকে দেখতে দাও - তাদের এই উপলব্ধি করাতে হবে । এই উপলব্ধিই ঈশ্বরীয় বীজ বুনে দেয় । তখন সেই বীজ

থেকে যদি কারও এক সেকেন্ডের অনুভবও হয়ে থাকে, শেষ অবধি তার তোমাদের থেকে মেহনত নেওয়ার প্রয়োজন হয়না । যারা আসার সাথে সাথেই ঈশ্বরীয় ঝলক অনুভব করেছে তাদের আচার-আচরণ এবং সেবা করা তাদের থেকে আলাদা, যারা শুধু সবকিছু শুনে প্রভাবিত হয়েছে । যারা শুধু ভালোবাসা থেকে চালিত হয় তাদের আচরণও আলাদা । বিভিন্ন প্রকার, তাই না ! সুতরাং, এখন সর্বাগ্রে নিজেকে সদা ঈশ্বরীয় পালনায় অনুভব করো, তবেই অন্যেরা এটা অনুভব করবে । তোমরা সেবাতে চলছ কিন্তু সেবাও পালনার রূপ । তোমরা ঈশ্বরীয় পালনায় চলছ । সেবা তোমাদের শক্তিশালী বানায় ; সেটাও ঈশ্বরীয় পালনা, তাই না ! কিন্তু এটা ইমার্জরূপে থাকতে দাও । এর জন্য তোমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিৎ । অনন্য অর্থাৎ বাবাসম স্যাম্পল হওয়া । আচ্ছা -

বিদেশী বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ দিতে দিতে -

সব ডবল বিদেশী বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ শতগুনে রিটার্ণ দিচ্ছেন । তোমরা বাবাকে যে সকল পত্র বা সমাচার লিখেছো, তার রিটার্ণে পুরুষার্থ তীব্র করার জন্য তোমরা সব বাচ্চাদের অভিনন্দন । সাথে সাথে পুরুষার্থ করাকালীন কোনো সাইড সীন তোমাদের সামনে আসলে তখন তাতে ঘাবড়ে যেওনা । যে সাইড সীনই আসুক, সেগুলো স্মরণে খুশিতে নিরন্তর পার করতে করতে চলো । বিজয় বা সফলতা তোমাদের সবার জন্মসিদ্ধ অধিকার ! সাইড সীন পার করো আর গন্তব্যে পৌঁছে যাও । অতএব, কোনও বড় বিষয়কে ছোট করার জন্য নিজে বড় থেকেও বড় স্টেজে স্থিত হয়ে যাও, তাহলেই অনেক বড় বিষয়ও নিজে থেকেই ছোট হয়ে যাবে । নীচু স্থিতিতে থেকে ওপরের জিনিস যদি দেখ তখন বড় লাগে । সুতরাং উঁচু স্থিতিতে স্থিত হলে বড় জিনিসও ছোট অনুভব হবে । যখনই কোনো পরিস্থিতি আসে অথবা যদি কোনরকম বিঘ্ন আসে তবে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে, উঁচু থেকেও উঁচু স্থিতিতে স্থিত হও । বাবার সাথে যদি বসে পড়ো তবে বাবার সঙ্গের রঙ সহজেই লেগে যাবে । তোমরা তাঁর সাথও লাভ করবে । তখন তোমার উঁচু স্টেজের কারণে, সবকিছু অনেক ছোট অনুভব হবে, সুতরাং তোমরা ভয় পেয়োনা । নিরুৎসাহ হয়োনা, বরং নিরন্তর খুশির দোলায় দুলতে থাকলে সফলতা তোমার সামনে আসবে । সাফল্য লাভ হবে কি হবেনা সেই চিন্তাও করতে হবে না । বরঞ্চ সফলতা নিজেই তোমার সামনে আসবে । প্রকৃতি সফলতার হার (মালা) নিজেই পরাবে । পরিস্থিতি বদল হয়ে বিজয়মালা হয়ে যাবে । এইজন্য তোমরা সাহসী, তোমাদের উদ্যম আছে, তোমরা সদা প্রবল উৎসাহে থাকো । এইজন্য যখন কোনকিছু মাঝে-মধ্যে ঘটে গেলে সেই ব্যাপারে চিন্তা কোরোনা । সময় বয়ে গেছে, পরিস্থিতির বদল হয়েছে, সুতরাং সেইসব সম্পর্কে ভাবনা ব্যর্থ হয়ে যায় । এইজন্য যেভাবে সময় চলে গেছে সেইভাবে নিজের বুদ্ধিতেও যা হয়ে গেছে তা' অতীত হয়ে থাকুক । যারা ভাবে যা হয়েছে তা' হয়ে গেছে, তারা সদাই নিশ্চিন্ত থাকে । সদাসর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে । যারা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকে এবং সাহসী, তেমন বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষভাবে অমৃতবেলায় স্মরণ করেন এবং বিশেষ শক্তিও দেন । সেই সময়, যদি তুমি নিজেকে উপযুক্ত পাত্র মনে করে শক্তি নিতে পারো, তবে খুব ভালো অনুভব হবে ।

(অমৃতবেলায় আলস্য আসে) খুশির পয়েন্ট তোমরা কম মনন চিন্তন করো ! যদি সারাদিন মনন চলতে থাকে তাহলে অমৃতবেলায়ও সেই মনন করা সম্পদের ভান্ডার সামনে আসলে তোমরা খুশিও হবে আর অলসতাও আসবেনা । কিন্তু সারাদিন মনন কম হলে সেই সময় মনন করার চেষ্টা করলেও মনন চিন্তন করা যায়না কারণ তোমাদের বুদ্ধি ফ্রেশ থাকেনা । তখন না হয় মনন, না হয়

অনুভব, তখনই চলে আসে অলসতা । অমৃতবেলাকে শক্তিশালী বানানোর জন্য সারাদিন তোমরা যে শ্রীমৎ পাও, নিজেদের চালচলন সেই অনুসারে হওয়া অতি আবশ্যক । অতএব, সারাদিন ধরে মনন করতে থাকো । জ্ঞানরত্ন দ্বারা নিরন্তর খেলতে থাকো তো সেই খুশির বিষয় স্মরণে আসায় ঘুম চলে যাবে এবং এমন খুশি অনুভব হবে যেন খুশির খনি খুলে গেছে । সুতরাং, যেখানে প্রাপ্তি হয় সেখানে নিদ্রা আসেনা । যেখানে প্রাপ্তি হয়না সেখানে নিদ্রা আসে বা ক্লান্তি থাকে অথবা আলস্য আসে । প্রাপ্তির অনুভবে থাকো, সারাদিনের মননের ওপরই তাঁর সাথে কানেকশন । আচ্ছা !

যারা স্মরণ-স্নেহের বার্তা পাঠিয়েছে, বাবা অবশ্যই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, কিন্তু এখন যারা দূরে বসে আছ, বাবা তাঁর সামনে তাদেরকে দেখতে দেখতে কথা বলছেন । তোমরা এখনো তাঁর সামনে আর পরেও সামনে থাকবে । বাবাকে তোমরা যে সমাচার পাঠিয়েছ, তার রেসপন্সে তোমাদের প্রত্যেককে নামসহ স্মরণ-স্নেহ । সদা প্রবল উদ্যমে, তীব্র পুরুষার্থে থাকতে হবে এবং অন্যদেরও তীব্র পুরুষার্থের ভাইব্রেশন দিয়ে বায়ুমন্ডলকেই তীব্র পুরুষার্থের বানাতে হবে, পুরুষার্থ নয়' 'তীব্র পুরুষার্থ' । তোমরা চলমানদের মধ্যে নও, বরং উড়ন্ত ! চলার সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং এখন ওড়ো আর উড়িয়ে নিয়ে চলো । আচ্ছা !

বরদানঃ - ভাগ্যের নতুন নতুন স্মৃতিসকল দ্বারা পুরুষার্থে নব নব অনুভবকারী সুস্থ মনের পরিচায়ক পরিচায়ক ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের লাস্ট জন্মে শারীরিকভাবে কেউ যতই দুর্বল বা অসুস্থ হোক, কিন্তু সবার মন সদা সুস্থ হবে । উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে একে উড়তে দাও । পাওয়ারফুল মনের লক্ষণ হলো - সেকেন্ডে যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে । এইজন্য সদা নিজের ভাগ্যের গীত গাইতে গাইতে উড়তে থাকো । অমৃতবেলায়, তোমার ভাগ্যের সাথে যুক্ত নতুন নতুন বিষয় স্মৃতিতে নিয়ে এসো । কখনো কোনো প্রাপ্তির কখনো অন্যকিছুর প্রাপ্তি । তাহলেই তোমার পুরুষার্থে আনন্দ আসবে ; বোর হবেনা, বরং নতুনত্বের অনুভব করবে ।

স্লোগানঃ - অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে সব কর্ম করলে তোমাদের অবিরত সফলতার প্রাপ্তি হতে থাকবে ।